কেহ সমর্থ হইল না। এইপ্রকার অহংগ্রহ উপাসনাতে অন্তিম ফল কুমুড়ে পোকাকে চিন্তা করিতে করিতে আরসোলা যেমন কুমুড়ে পোকার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কুমুড়ে পোকাতে মিশে না আর একটা ভিন্ন কুমুড়ে পোকা হইয়া যায়, সেই প্রকার বিবিধ শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি—এইপ্রকার ভাবনা করিতে করিতে ঈশ্বরের সমান রূপ প্রাপ্তি অথবা সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি রূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। এইক্ষণ ভক্তিলক্ষণ পরিচয় করাইতেছেন। সেই ভক্তির তটস্থলক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ গরুড় পুরাণে যেমন উল্লেখ করা আছে, তেমনই দেখাইতেছেন। "বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে। যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ॥" আমি সেই বিষ্ণুভক্তি তোমাকে বলিব—যে ভক্তিদ্বারা সব লাভ করিতে পারা যায়। ভক্তিদ্বারা শ্রীহরি যেমন সন্তুষ্ট হয়ে, অন্য কিছু দ্বারাই তেমন সন্তুষ্টি লাভ করেন না। এইরূপ বলিয়া পরে বলিতেছেন—"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥" ভজ ধাতুর অর্থ—সেবা ; অতএব, পণ্ডিতগণ নিখিল সাধনগণমধ্যে সেবাকেই শ্রেষ্ঠা ভক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন। এই প্রমাণে যে ভক্তির দ্বারায় সব লাভ করিতে পারা যায়, সেই লাভই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। বস্তুর অসাধারণ কার্য্যই তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ যে কার্য্যটি তাহারই—অন্য কাহারও নয়, তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ। ভগবানে ভক্তি করিলে যে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ২।৩।১০ শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম কিংবা দেহ-ইন্দ্রিয় সুখার্থে উক্ত অনুক্ত সর্ব্বকাম অথবা মোক্ষকাম—যাহাই হউন, সকলেই তীব্র ভক্তিযোগে পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে উপাসনা করিবে, ইহা দ্বারা অব্যাপ্তি দায় নিবৃত্তি করা হইল। "স্বলক্ষ্যেলক্ষণাপ্রবেশঃ অব্যাপ্তি' অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা সকলই পাওয়া যায়—এই যে ভক্তির তটস্থ লক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার অপ্রবেশ সর্ব্বপ্রাপ্তির মধ্যে কোথাও হইল না। আবার ভক্তির লক্ষণ করিতে যাইয়া কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনে সেই ভক্তিলক্ষণের প্রবেশরূপ অতিব্যাপ্তি দোষও "যথা ভক্ত্যা-হরিস্তুষ্যেৎ" এই লক্ষণের দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে, অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের যেমন সন্তোষ, তেমন অন্য কিছু দ্বারাই হয় না—এইরূপ উল্লেখ করায় জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি সাধনে ভক্তিলক্ষণের প্রবেশ হইল না বলিয়া অতিব্যাপ্তিঃ দোষও খণ্ডিত হইয়াছে। আবার পণ্ডিতগণই তাহাকে ভক্তি বলেন—এইরূপ উল্লেখ থাকায় ভক্তি দ্বারা যে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, এ বিষয়ে অসম্ভাবনা করিবার অবসর থাকিল না ; কারণ পণ্ডিতগণের উক্তি